‘ন্যানো’র জন্য এত জমি কেন ?

প্রশ্নটা মৌলিক । এত জমি কি সত্যিই লাগবে ? সিঙ্গুরে রতন টাটার কোম্পানীকে ৯৯৭ একর কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার । ‘অভিনব’ এক-লাখি মোটর গাড়ি ‘ন্যানো’ তৈরি হবে সেখানে । দু’বছর হতে চলল কৃষকদের এই জমি জোর করে দখল করে নেওয়া নিয়ে একটানা অশান্তি চলছে , পুলিশি ও দলীয় ক্যাডারদের অত্যাচার, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, সবই চলেছে । সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে অভাবিত সাফল্যের পর রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস আবারো জোরদার আন্দোলনে নেমেছে -- মূলত অনিচ্ছুক কৃষকদের কেড়ে নেওয়া জমি ফেরতের অনমনীয় দাবি নিয়ে । মাননীয় রাজ্যপাল পর্যন্ত মধ্যস্থতার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সমস্যার সমাধান কার্যকরী করতে ব্যর্থ হয়েছেন , যার প্রধান কারণ মনে হয় শাসক দলের ধূর্ত রাজনৈতিক অবস্থান এবং সরকারের অস্বচ্ছতা । প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ ও টাটা’র সঙ্গে চুক্তি নিয়ে অস্বচ্ছতা ।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর (২০০৮) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, টাটারা যা জমি চেয়েছে সেটাই আমরা দিয়ে দিয়েছি -- একথা ঠিক নয় । আমাদের সরকারি বিশেষজ্ঞরা স্বাধীনভাবে পরখ করেছেন এবং বলেছেন গাড়ি কারখানার জন্য ৬৫০ একর আর অনুসারী বিভাগগুলির জন্য ৩৫০ একর চাওয়াটা সঙ্গত, মোট ৯৯৭ একর পরিমাণটা ঠিকই আছে । স্টেট্‌সম্যান পত্রিকার সাংবাদিক জানতে চান সারা বিশ্বের বিভিন্ন গাড়ি কারখানাগুলির কোনটা কোথায় কতটা জমির ওপর তৈরি হয়েছে তা সরকারি বিশেষজ্ঞদের বিবেচনায় ছিল কি না , মুখ্যমন্ত্রী সে প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেছেন ।

সরকারি হিসেবকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ দেখা যাচ্ছে । সিঙ্গুরে টাটা’র ৬৫০ একরের ন্যানো কারখানার যে পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে তা থেকে বছরে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার গাড়ি বেরোতে পারে । মালয়েশিয়ার ‘প্রোটন’ কোম্পানী বছরে ২ লাখ ৫০ হাজার গাড়ি উৎপাদন করে তাদের শাহ্ আলম কারখানায় যেখানে জমির পরিমাণ ২৫০ একর । চেন্নাই-এর কাছে ভারতের হুন্ডাই মোটোরস্ কারখানা তৈরি হয়েছে ৫০০ একর জমির ওপর যেখানে বছরে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার গাড়ি তৈরি হতে পারে । তুর্কিতে ফোর্ড মোটোর্‌সের ৩৪৫ একর জমির কারখানা বার্ষিক ৩ লক্ষ গাড়ি উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে । অ্যামেরিকায় টয়োটা মোটোর্‌স-এর ১৮০ একরের কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ৫ লক্ষ গাড়ি আর ৫ লক্ষ ইঞ্জিন । থাইল্যান্ডে হোন্ডা মোটোর্‌স ২৩১ একর জমির কারখানা থেকে উৎপাদন করে প্রায় ২ লক্ষ গাড়ি ।

স্টেট্‌সম্যান-এর পক্ষ থেকে টাটা মোটর্‌স্ লিমিটেড কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো : ভারতে এবং বাইরের দেশে মোটোর কারখানার জন্য জমির প্রয়োজনীয়তা বিচার করে ধারণা করা হচ্ছে প্রতি ১০০০ গাড়ি উৎপাদনের জন্য ১ একর জমি যথেষ্ট এবং যুক্তিযুক্ত ; এই হিসেবটা কি টাটা মোটোর্‌স স্বীকার করে ? . . প্রত্যুত্তরে বলা হয় -- আমাদের যতটুকু জমিতে কাজ হবে ততটুকুই ব্যবহার করব । যদি এরকম একটা ইঙ্গিত এই প্রশ্নের মধ্যে থাকে যে টাটা মোটর্‌স কিংবা সংশ্লিষ্ট অনুসারী ইউনিটগুলি গাড়ি তৈরি ছাড়াও জমিকে সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করবে , তাহলে আমরা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিতে চাই -- গাড়ি এবং যন্ত্রাংশ বিক্রি ছাড়া জমি বিক্রি বা ওই জাতীয় অন্য কিছু বিক্রির পরিকল্পনা বা প্রয়োজন আমাদের নেই , আমরা ও ব্যবসা করি না ।

তাহলে এত জমি লাগছে কেন ? সে প্রশ্নের সরাসরি উত্তর কিন্তু অধরাই রয়ে গেল ।

সাহায্যসূত্র : দি স্টেট্‌সম্যান, ক্যালকাটা ; ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮